কুষ্টিয়ায় কিশোর অপরাধী নিবিড় আটক

কুষ্টিয়াতে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে কিশোর অপরাধ। তারা জড়িয়ে পড়ছে নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে। এ অবস্থায় কিশোর অপরাধের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান শুরু করেছে কুষ্টিয়া পুলিশ।

রবিবার সন্ধ্যার দিকে কুষ্টিয়া ল কলেজের সামনে থেকে এস আই সুমন কাদেরী, এস আই সাহেব আলী ও এস আই জুবায়ের ও ফোর্স সহযোগিতায় রাতুল হাসান নিবিড় (১৭)কে আটক করেন কুষ্টিয়া মডেল থানার পুলিশ।

আটককৃত রাতুল হাসান নিবিড় থানাপাড়া এলাকার মামনুর রহমান সেন্টুর ছেলে।

কুষ্টিয়া মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আবুল কালাম বলেন, কিশোর অপরাধের সদস্যরা পাড়া-মহল্লার প্রভাবশালী, মস্তান বা বড়ভাইদের হয়ে সন্ত্রাসীমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। তারা একসঙ্গে মাদকসেবন, নারীদের উত্ত্যক্ত করাসহ ছোট-ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে মারামারি ও ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে পড়ছে।

এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় খুন-ধর্ষণের মতো ঘটনাও ঘটছে। এছাড়া তারা অপরাধ করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিভিন্ন গ্রুপ তৈরি করে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করছে এবং পরিকল্পনা করছে।

এমন পরিস্থিতিতে কুষ্টিয়া পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাত নির্দেশে কিশোর অপরাধীদের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান শুরু করেছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শুক্রবার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে চারজনকে আটক করা হয়। পরে তাদেরকে আদালতে প্রেরণ করলে আদালত তাদেরকে জামিন প্রদান করেন।

এ বিষয়ে পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাত বলেন, এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে। কিশোর অপরাধের সদস্যরা অন্য কোনো অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উল্লেখ্য যে, কিশোর অপরাধের প্রধান রাতুল হাসান নিবিড় নেতৃত্বে গত ১২ তারিখে স্কুল ছাত্র হৃদয় কে কুপিয়ে আহত করেছিল। এ বিষয়

তাদের নামে থানায় মামলা হয়। যার মামলা নং- ২৮, তারিখ-১২-১১-২০২০।

কুমারখালী থেকে অপহৃত স্কুল ছাত্রীকে উদ্ধার: আটক ১

কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে অপহৃত স্কুল ছাত্রীকে অপহরণের আটদিন পর ঠাকুরগাঁও রাণীশংকৈল থানা এলাকা থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এ সময় অপহরণকারী শ্রী সনাতন বর্মনকে (২০) গ্রেফতার করা হয়। শনিবার কুমারখালী থানার এসআই ফোর্স সাথে নিয়ে অপহৃতকে উদ্ধার ও অপহরণকারীকে আটক করেন।

উদ্ধারকৃত স্কুল ছাত্রী কয়া ইউনিয়নের বাসিন্দা ও দশম শ্রেণির ছাত্রী।

অপহৃতের পারিবারিক ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ১৩ নভেম্বর ভোরে ওই ছাত্রী কোচিং ক্লাস করার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে না আসলে খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে কুমারখালী থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়।

পরবর্তীতে তারা জানতে পারেন ১৩ নভেম্বর ঘটনার দিন ঐ ছাত্রী সাড়ে ছয়টার দিকে কয়া ডিগ্রী কলেজের কাছে পৌঁছায়। এ সময় ঠাকুরগাঁও জেলার রাণী শংকৈল থানার রাণী ভবানীপুরের শ্রী মনোরঞ্জন রায়ের ছেলে শ্রী বাদল রায়, চাঁদনী মহলবাড়ির ইসলাম উদ্দিনের ছেলে আবু হানিফ ও রাণী ভবানীপুরের লেহেম্বা ইউপির শ্রী আমানন্দ বর্মনের ছেলে শ্রী সনাতন বর্মন তাকে জোড়পূর্বক অপহরণ করে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায়।

২০ নভেম্বর অপহৃতের পিতা আহাম্মদ আলী বাদী হয়ে কুমারখালী থানায় মামলা দায়ের করেন। ঘটনার আট দিন পর ২১ নভেম্বর শনিবার ঠাকুরগাঁও জেলার রাণী শংকৈল থানার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে অপহৃত স্কুল ছাত্রীকে উদ্ধার ও অপহরণকারীকে গ্রেফতার করে।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মজিবুর রহমান

বলেন, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের লোকেশন চিহ্নিত করে মেয়েটিকে উদ্ধার ও একজন অপহরণকারীকে আটক করা হয়। গ্রেফতারকৃতকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা

কুষ্টিয়ায় “মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি মূলক সভা” অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার (২২ নভেম্বর) কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি মূলক সভায় সভাপতিত্ব করেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোঃ আসলাম হোসেন।

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক আজগর আলী, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হাজী রফিকুল আলম টুকুসহ জেলা প্রশাসনের সকল কর্মকর্তাবৃন্দ, জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর প্রধান, জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় যথাযোগ্য মর্যাদায় বিজয় দিবস উদযাপনে কর্মসূচি প্রণয়নে করণীয় বিষয়ে উপ-কমিটি গঠন নিয়ে আলোচনা ও মতামত গ্রহণ করেন।

দামুড়হুদায় মুহুরি আলমগীরের দুর্নীতির শেষ কোথায়?

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলা সাব-রেজিস্টারের অফিসের মুহুরি আলমগীরের বিরুদ্ধে ভুয়া দলিল ও জালিয়াতি করে জমির নাম খারিজ করে জমি বিক্রয়ের অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনাস্থলে গিয়ে জানা জায়, দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের কাদিপুর গাং পাড়া গ্রামের নিকবার আলীর ছেলে ফারজুল ইসলাম জমি ক্রয় করে একই ইউনিয়নের তারিনী পুর গ্রামের মসলেম মুহুরির ছেলে আলমগীরের মাধ্যমে। ডুগডুগী গ্রামের সোহরাব হোসেনের স্ত্রী রওশনারা কাছ থেকে মোট ৮ কাঠা ৪ গুন্ডা জমি ক্রয় করেন, দাম ৫৭লক্ষ টাকা, কিন্তু ওই দাগে রওশনারার মোট ৩ কাঠা জমি ছাড়া আর কোন জমি েইন। তবে কি ভাবে মুহুরি আলমঙ্গীর ৮ কাঠা ৪ গুন্ডা জমির নাম খারিজ করে জমি রেজিস্টি করে দিলো।

ভুক্তভোগী নিকবার আলী বলেন, তারিনী পুর গ্রামের মসলেম মুহুরির ছেলে আলমগীর মুহুরির মাধ্যমে ডুগডুগী গ্রামের সোহরাব হোসেনের স্ত্রী রওশনারার কাছ থেকে গত ১১/১১/২০২০ইং তারিখে ৮ কাঠা ৪ গুন্ডা জমি ক্রয় করি। জমির দাগ নং ৬৬৭৩/২০, এখন দেখতে পাচ্ছি রওশনারার মোট জমি আছে ৫ কাঠা, জমির দলিলও জাল। নাম খারিজও করেছে চিটারী করে, আমার প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

আমি মূর্খ মানুষ লেখা পড়া জানিনা মুহুরি আলমঙ্গীরের নিজের ছেলের মত ভাবতাম, আমি কখনও ভাবিনি আলমগীর আমার সাথে এই ধরনের চিটারী বাটপারী করবে। আমি এই অন্যায়ের বিচার চাই।

মুহুরি আলমগীরের মত চিটার বাটপারের কারণে আমার অনেক ক্ষতি হয়েছে, আর যেন কারো এমন ধরনের ক্ষতি না হয়। আমি বাটপার আলমগীরের নামে মামলা করবো। আমি দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি বাটপার আলমগীরের লাইসেন্স বাতিল করে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হোক।

বাদ্যের তালে তালে ঘুরছে লাঠি

গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলা। যা দিন দিন হারিয়ে যেতে বসেছে। শীতের শুভ্র দুপুরে ব্যস্ততা মাড়িয়ে শান্তি খুঁজে নিতে কুষ্টিয়ার মিরপুরে আয়োজন করা হয়েছে লাঠি খেলা।

দিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলার এই আয়োজনকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে পড়ে উৎসবের আমেজ।

আয়োজকরা জানান সাফল্যের ধারাবাহিকতায় আগামী বছরও এমন আসর আয়োজন করতে চান তারা।

রবিবার সকালে মিরপুর উপজেলার বলিদাপাড়া বারুইপাড়া যৌথ প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এ লাঠিখেলার আয়োজন করা হয়।

বাদ্যের তালে তালে ঘুরছে লাঠি। তারপর শুরু হয় লাঠিয়ালদের কেরামতি। শক্ত হাতে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে দেখাতে থাকেন ভেলকি। যেখানে জয়-পরাজয় মুখ্য নয়। বরং দর্শকদের বিনোদন দিতেই এমন আয়োজন।

ঐতিহ্যবাহী এই খেলা দেখতে আগ্রহের কমতি নেই গ্রামবাসীর। কেউ খেলা দেখতে হাজারো দর্শকের আগমণ ঘটে। লাঠিয়ালদের অপূর্ব কৌশল দেখে মুগ্ধ দর্শকরা। নিয়মিত এমন আয়োজন দেখতে চান তারা।

বারাতালা স্পোর্টিং ক্লাব আয়োজিত এ লাঠিখেলার উদ্বোধন করেন দিশার নির্বাহী পরিচালক রবিউল ইসলাম।

তিনি বলেন, লাঠিখেলা গ্রামাঞ্চলের মানুষের নির্মল বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম। লাঠিখেলায় শুধু লাঠি দিয়ে খেলাই হয় না, সঙ্গে প্রদর্শন করা হয় নানা রকম শারীরিক কসরত। যেসব বাঙালি ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, গ্রামীণ খেলাধুলা কালের গর্ভে হারিয়ে যেতে বসেছে, তার মধ্যে অন্যতম একটি লাঠিখেলা। প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে লাঠিখেলাকে টিকিয়ে রাখতে চাই। এজন্য যা যা করণীয় তাই করা হবে।

বারাতালা স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি তুফান আলীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাসুম বিশ্বাসের পরিচালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা যুবলীগের সভাপতি রবিউল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক তসলিম উদ্দিন খান, বারুইপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ডাঃ শফিকুল ইসলাম মন্টু প্রমুখ।

বারাতালা স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি তুফান আলী বলেন, বাংলাদেশে ইতিহাস-সংস্কৃতির অংশ হিসেবে বাঙালির রক্তে মিশে ছিল ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলা, যা কালের বিবর্তনে এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে। আমরা আমাদের এই স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে প্রতিবছর লাঠিখেলার আয়োজন করে থাকি। এই খেলা টিকিয়ে রাখতে আমরা বদ্ধ পরিকর।

দর্শক হাসান আহমেদ বলেন, আমরা প্রতিবছর এমন আয়োজন দেখতে চাই। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই খেলা যেন টিকে থাকে।

দর্শকদের আগ্রহ আর ভালবাসায় এখনো বেশ কিছু খেলোয়াড় এটিকে টিকিয়ে রেখেছে। তবে শত বছরের পুরোনো এই খেলা ধরে রাখতে খেলোয়াড়দের পাশাপাশি উদ্যোগ নিতে হবে প্রশাসন ও আয়োজকদের।

আরেক দর্শক ইউসুফ আহমেদ জানান, লাঠিখেলার অনেক গল্প শুনেছি। কিন্তু বাস্তবে দেখার সুযোগ হয়নি। আজকে এই লাঠিখেলা দেখলাম। সত্যিই এটি বাঙালির ঐতিহ্যবাহী খেলা।

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলায় এবার অংশ নেয় হাজরাহাটি ও কবরবাড়ীয়া দল।

অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারের কুষ্টিয়া কালেক্টরেট স্কুল পরিদর্শন

কুষ্টিয়া কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজের নব নির্মিত ভবন পরিদর্শন করেছেন খুলনা বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) ও স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিচালক হোসেন আলী খোন্দকার।

রবিবার সকালে তিনি এই স্কুল এন্ড কলেজ পরিদর্শন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোঃ আসলাম হোসেন, স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক মৃনাল কান্দি দে, এবং জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দসহ কুষ্টিয়া কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান

শিক্ষক মৃনাল কান্দি সাহা।

এর আগে খুলনা বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) ও স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিচালক হোসেন আলী খোন্দকারকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান জেলা প্রশাসক।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪২ তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন

স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হলো ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, যা ৪২ বছরে পদার্পণ করেছে। জন্মদিনে বর্ণিল পতাকা ও আলোকসজ্জায় রঙিন হয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রবিবার সকাল সাড়ে দশটায় প্রশাসন ভবন চত্বরে জাতীয় সংগীতের সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম এবং বিশ্ববিদ্যালয় পতাকা উত্তোলন করেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ শাহিনুর রহমান।

পতাকা উত্তোলন শেষে শান্তি ও আনন্দের প্রতীক পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এরপর প্রশাসন ভবনের পূর্ব পাশে দুইটি গাছের চারা রোপণ করে তিনি ৪২তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে ৪২টি ফলজ ও বনজ গাছের চারা রোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

বেলা এগারোটায় প্রশাসন ভবনের সভাকক্ষে কেক কাটা ও বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্টার এস এম আব্দুল লতিফসহ উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, হল প্রভোস্ট, অফিস প্রধান এবং বিভিন্ন সমিতি, পরিষদ, ফোরাম ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

এছাড়াও, বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে সন্ধ্যা ৬টায় অনলাইন আলোচনাসভার (ওয়েবিনার) আয়োজন করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম-এর সভাপতিত্বে ও ফোকলোর স্টাডিজ বিভাগের সভাপতি ড. মোস্তাফিজুর রহমান-এর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ শাহিনুর রহমান এবং অতিথি হিসেবে রেজিস্টার (ভারপ্রাপ্ত) এস এম আব্দুল লতিফ অংশ নেন।

স্বাগত বক্তব্য রখেন ৪২তম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন উপ-কমিটি ২০২০-এর আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. আহসান-উল-আম্বিয়া।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে উপাচার্য শেখ আবদুস সালাম বলেন, ‘প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী মানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মদিন। জন্মদিনের আনন্দ আমাদের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মচারী ও কর্মকর্তা সবার। এইদিনে আমাদের ঐতিহ্য ইতিহাস জন্মের পেছনের দিনগুলো কেমন ছিলো এবং আগামীতে কিভাবে আরও এগিয়ে যাবো বা এই স্বপ্নকে ধারণ করবো এবং সেই স্বপ্নের দিকে আমরা সবাই সম্মিলিত ভাবে এগিয়ে যাবো।

কোভিড সিচুয়েশনে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী যেভাবে পালন করতে চাচ্ছিলাম সেভাবে করতে পারছি না, কিন্তু এক একটা জন্মদিনে এক একটা অঙ্গীকার করতে হয় সেই হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা প্রত্যেকটি স্টেক-হোল্ডার অঙ্গীকার করবো।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ নির্মাণে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তাল মিলিয়ে ভূমিকা রাখবো। শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বপরিসরেও আমরা যেন জায়গা করে নিতে পারি সেই চিন্তা চেতনা ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবো’।

জীবননগরে মুমূর্ষু রোগীর পাশে গঙ্গাদাশপুর যুব সংগঠন

জীবননগরে মুমূর্ষু রোগীর পাশে দাঁড়িছে গঙ্গাদাশপুর যুব সংগঠনের সদস্যরা। গত দুই দিন আগে এক অসহায় দিনমজুর ভ্যান চালকের মেয়ে টাকার অভাবে সিজার করতে পারছিল না এবং ঔষধ কেনার মত তেমন সামর্থ ছিল না এমন সংবাদ পেয়ে তার বাড়িতে ছুটে যান জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের গঙ্গাদাশপুর যুব সংগঠনের এক ঝাক তরুণ।

ভ্যান চালক দিনমজুরের বাড়িতে গিয়ে তার মেয়েকে নিয়ে জীবননগর শহরের ক্রিসেন্ট ক্লিনিকে ভর্তি করে এবং সিজারের সমস্থ দায়ভার গ্রহণ করে। গতকাল রবিবার সিজার শেষে কর্তব্যরত চিকিৎসক একটি মেয়ে সন্তানের জন্ম হয়েছে বলে জানান।

এ সময় ক্লিনিকে শিশুটিকে দেখতে ক্লিনিকে ছুটে যান গঙ্গাদাশপুর যুব সংগঠনের উপদেষ্ঠা রাজিব হোসেন রাজু, সাংবাদিক মিঠুন মাহমুদ, গঙ্গাদাশপুর যুব সংগঠনের সভাপতি শাহিন কবির, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন, অর্থ সম্পাদক আরুক আলী, সদস্য শরিফ উদ্দিন, সাইদুর রহমান, বিল্লান হোসেন প্রমুখ।

এজাহারভুক্ত আসামিদের গ্রেফতারের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

মিথ্যা মামলার প্রতিবাদ ও এজাহারভুক্ত আসামিদের গ্রেফতারের দাবিতে হাসাদাহ প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন হয়েছে। সুটিয়া গ্রামের মৃত সামসুদ্দীন মন্ডলের ছেলে খোকন মন্ডল, তিনি সংবাদ সম্মেলনে বলেন, আমার পিতা খুন হবার পর ৭/৫/২০২০ তারিখে জীবননগর থানায় হত্যা মামলা করা হয়। যার মামলা নং ০৫/২০২০।

এই মামলার এস আই বাবলুর রহমান ১নং আসামি গ্রেফতার করে। আসামি কোটথেকে জামিনে বাড়ীতে এসে আমাদের বিভিন্ন ভাবে হুমকি দিচ্ছে এবং বাকী ৫জন আসামি এজেহারভুক্ত হলেও অজ্ঞাত কারণে থানা তাদের ধরছে না।

আমরা বললে বলে যে, উপরের চাপ আছে। আসামিরা আমার পিতার মৃত্যুর পর এই পযর্ন্ত কোটে আমাদের নামে ১০ টি মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তিনি আরো বলেন, পুলিশের কর্তৃপক্ষকে বিনীত ভাবে জানাতে চাই, এজেহারভুক্ত আসামিদের যাহাতে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার হলে আমার গরীব অসহায় পরিবার মিথ্য মামলার হাত থেকে রেহায় পাবে।

এ সংবাদ সম্মেলনে প্রেস ক্লাবের সভাপতি ডিএম মতিয়ার রহমান, সহ-সভাপতি শামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান শ্যামল, সাংগাঠনিক সম্পাদক মুন্সী কবির হোসেন, কোষাধ্যক্ষ বদরুজ্জামান শ্যামল, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক আল আমিন, নির্বাহী সদস্য কবির আহম্মদ, হুসাইন,শিপলু রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মিরপুরের বারাতালা স্পোর্টিং ক্লাবের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়ার মিরপুর বারাতালা স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকেলে উপজেলার বলিদাপাড়া- বারুইপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে খেলায় পোড়াদহ স্টার স্পোর্টিং ক্লাব একাদশ বনাম বারাতালা স্পোর্টিং ক্লাব একাদশ এর মধ্যে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বারাতালা স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি তৌফিকুর রহমান তুফানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মাসুম বিশ্বাসের পরিচালনায় ফুটবল টুর্নামেন্ট এর ফাইনাল খেলা প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করেন, দিশা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক রবিউল ইসলাম।

এ সময় তিনি বলেন, খেলাধুলা মানুষের দেহ সুস্থ রাখে এবং মনকে রাখে চাঙা। আর মাদক মানুষের বোধশক্তি কেড়ে নেয়। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে মাদকসেবীরা।

তিনি বলেন, মাদকের প্রভাবে মানুষ জড়িয়ে পড়ে অপরাধের সঙ্গে। তাই নিজেকে সুস্থ রাখতে চাইলে মাদক ব্যবসা ও সেবন ছাড়তে হবে। স্বাস্থই সকল সুখের মূল। স্বাস্থ ভালো না থাকলে শরীর ও মন ভালো থাকে না। এ জন্য সুস্থ জীবনযাপন করতে চাইলে খেলাধুলায় মন বসাতে হবে।

তিনি বলেন, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের রণাঙ্গনের জোনাল চেয়ারম্যান ও মিরপুর ভেড়ামারা আসনের সংসদ সদস্য আব্দুর রউফ চৌধুরীর অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং তার নিজের সম্পত্তি দান করে দেওয়ায় মধ্য দিয়ে এই স্পোর্টিং ক্লাব মাঠের সৃষ্টি হয়েছে। এরপর থেকে এই এলাকার বাসিন্দারা এখানে খেলাধুলা করে অনেকে নামি দামি খেলোয়াড়ও হয়েছেন। ফুটবল খেলাকে টিকিয়ে রাখতে এবং এই স্পোর্টিং ক্লাবে প্রতি বছর টুর্নামেন্টের মাধ্যমে খেলাধুলা চালিয়ে যেতে হবে। এজন্য আমার সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে জেলা যুবলীগের সভাপতি রবিউল ইসলাম, মিরপুর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দার, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক তকরিম উদ্দিন খান, বারুইপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-সাইদুর রহমান, ইউপি সদস্য রহমত আলী, মোজাম্মেল হক, বিলকিস বেগম, উপস্থিত ছিলেন। বারাতালা স্পোর্টিং ক্লাবকে ২-১ গোলে পরাজিত করে পোড়াদহ স্টার স্পোর্টিং ক্লাব একাদশ চ্যাম্পিয়ন হয়।

খেলায় আশপাশের এলাকার হাজারো ফুটবল প্রেমী খেলাটি উপভোগ করেন।

খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন ও রানারআপ দলের মধ্যে পুরষ্কার স্বরুপ ছাগল তুলে দেন অতিথিবৃন্দ।